জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটির দ্বাবিংশ/২২তম সভার কার্যবিবরণী

গত ১৩-১১-৯১ইং (২৮-৭-৯৮ বাং) তারিখ বুধবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় এবং ৩০-১১-৯১ইং (১৫-৮-৯৮ বাং) তারিখ শনিবার সকাল ১১.০০ ঘটিকায় ডাঃ এম এস ইউ চৌধুরী, নির্বাহী সহ-সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ এবং সভাপতি, কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর সভাপতিত্বে নির্বাহী সহ-সভাপতির অফিস কক্ষে কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২২তম সভা ও তার বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় কারিগরি কমিটির সদস্য এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ/বিজ্ঞানী/কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে (তালিকা সংযুক্ত) নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলোচ্য বিষয় -১ ঃ কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২১তম সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণ।

কারিগরি কমিটির ২১তম সভার কার্যবিবরণী বিভিন্ন গবেষণা ইনস্টিটিউটের প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীসহ কারিগরি কমিটির সকল সদস্যদের নিকট যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। কার্যবিবরণী বিতরণের পর এ বিষয়ে লিখিতভাবে কোন আপত্তি আসেনি। তবে বর্তমান সভায় ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে, ২১তম সভায় উপস্থিত সদস্য এবং আমন্ত্রিত সদস্যদের নাম/পদবী এবং কর্মস্থলের বিবরণীতে কিছু ভুল রয়েছে তাসংশোধনপূর্বক ২১তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা যেতে পারে। অতঃপর ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, জনাব চন্দ্রশেখর সাহা, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বীনা, ময়মনসিংহ, জনাব এ এফ এম মনিরুজ্জামান, পরিচালক (গবেষণা) বারি, গাজীপুর হিসাবে সংশোধন করা হয়। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে ২১তম সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ কারিগরি কমিটির ২১তম সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-২ ঃ কারিগরি কমিটির ২১তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তাবয়ন।

কারিগরি কমিটির ২১তম সভা গত ২২-১২-৯০ ইং তারিখ এবং ৩১-১২-৯০ইং তারিখ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় ২১তম সভার গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় জানা যায় ২১তম সভায় গৃহীত বিভিন্ন সুপারিশসমূহ যথারীতি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদগণকে জানানো হয় এবং চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৭তম সভায় যথারীতি পেশ করা হয়। কারিগরি কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে উপস্থিত সদস্যগণ সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আলোচ্য বিষয় -৩ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বোনা আউশের দুটি জাত বিআর-২৪ (রহমত) এবং বি.আর-২৫ (আমানত) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বোনা আউশের দুইটি জাত বিআর-২৪ (রহমত) এবং বি আর-২৫ (আমানত) এর অনুমোদনের বিষয়টি সদস্য-সচিব জনাব মনির উদ্দিন খান, প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) সভায় উপস্থাপন করেন এবং সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদকে জাত দুটি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরার জন্য আহবান জানান। ডাঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, উল্লেখিত জাত দুটির তথ্য তুলে ধরে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনায় অংশ নেন জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (চুক্তিবদ্ধ চাষী) বিএডিসি, জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং সভাপতি মহোদয়। বিস্তারিত আলোচনা এবং গবেষণামূলক বিভিন্ন তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর উপস্থিত সদস্যগণ জাত দুটির মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে প্রস্তাবিত দুটি জাতের মধ্যে থেকে বিআর-২৫ জাতটি বিআর-২৪ (রহমত) নামে অনুমোদনের পক্ষে সুপারিশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বোনা আউশের জাত বিআর-২৫ কে বিআর-২৪ (রহমত) নামে চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের অনুমোদনের বিষয় জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৪ ঃ বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমনের জাত বিআর-২৬ (নয়া পাজাম) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত রোপা আমনের জাত বিআর-২৬ (নয়া পাজাম) এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, ডঃ এ জে মিয়া, পরিচালক, বিনা, জনাব মোঃ নজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কন্ট্রাক্ট গ্রোঃ), বিএডিসি জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং সভাপতি মহোদয়। ডঃ এ জে মিয়া, পরিচালক, বিনা, জাতটিকে বিনাশাইলের সাথে তুলনামূলক চাষ করা দরকার বলে জানান। জনাব মোঃ নাজমুল হুদা এলাকাভিত্তিক অনুমোদিত সবগুলো জাতের সাথে তুলনামূলক চাষ করার পর ছাড় করা দরকার বলে জানান। জনাব মোঃ এনামুল হক, জাতটি সবদিক থেকেই ভাল তাই ছাড় করা যেতে পারে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি মহোদয় জাতটিকে বিনাশাইলের সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা দরকার বলে মত প্রকাশ করেন। এ ব্যাপারে প্রজননবিদ ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া জানান যে, যেহেতু জাতটি পাজাম এবং বিআর-২৬ হতে সংকরায়নের মাধ্যমে উদ্ভাবন করা হয়েছে তাই কেবল পাজামের সাথেই তুলনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং এই জাতটি পাজাম থেকে সবদিক দিয়েই ভাল। বিস্তারিত আলোচনা ও

গবেষণামুলক বিভিন্ন তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জাতটি বিআর-২৫ (নয়া পাজাম) নামে চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের নিমিত্তে অনুমোদনের জন্য উপস্থিত সদস্যগণ মতামত ব্যক্ত করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ রোপা আমনের জাত বিআর-২৫ (নয়া পাজাম) চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের অনুমোদনের পক্ষে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৫ ঃ ইনস্টিটিউট অব পোষ্ট গ্রাজুয়েট ষ্টাডি ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) কর্তৃক উদ্ভাবিত দুটি বারমাসী সীম, ইপসা সীম-১ এবং ইপসা সীম-২ এর অনুমোদন।

ইপসা কর্তৃক উদ্ভাবিত বারমাসী সীম ইপসা সীম-১ এবং ইপসা সীম-২ এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ এ ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন। আলোচনায় অংশ নেন জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং সভাপতি মহোদয়। জনাব মোঃ এনামুল হক জানান যে, যেহেতু খরিপ মৌসুমে আমাদের দেশে তেমন কোন সব্জী পাওয়া যায় না তাই খরিপ মৌসুমে বারমাসী এই সীমের জাত দুটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে। তাছাড়া এই সীম দুটি সবদিক থেকে ভাল তাই অনুমোদন দেয়া যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনা শেষে উল্লেখিত জাত দুটি অনুমোদনের পক্ষে সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ 'ইপসা' কর্তৃক উদ্ভাবিত বারমাসী সীম ইপসা সীম-১ এবং ইপসা সীম-২ এর চাষী পর্যায়ে চাষাবাদের বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৬ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক জাত অুনমোদনের আবেদন পত্র ফরম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়ণ।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৭ তম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয় বীজ বোর্ডের জাত অনুমোদনের আবেদনপত্র ফরম প্রয়োজনীয় সংশোধন আনয়নের জন্য সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনা শেষে আবেদন পত্র ফরম সংশোধনের জন্য একটি ৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি পরবর্তী কারিগরি কমিটির সভায় এ ব্যাপারে একটি রিপোর্ট পেশ করবেন।

কমিটি ঃ

১। পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা- আহবায়ক
২। সদস্য পরিচালক (বীজ), বিএডিসি- সদস্য
৩। মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা এবং বিভাগীয় প্রধান, ব্রি- সদস্য
৪। মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বারি- সদস্য
৫। অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রাসারণ অধিদপ্তর- সদস্য।

আলোচ্য বিষয়-৭ ঃ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত এবং জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত বিরল সরিষার নাম পরিবর্তনপূর্বক পেশকৃত নামের মধ্যে একটি শ্রুতিমধুর নাম নির্বাচন।

জাতীয় বীজ বোর্ডের ২৭তম সভায় বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সরিষার দুটি জাত 'সফল' ও 'বিরল' অনুমোদনের বিষয়ে উপস্থাপন করা হলে বিস্তারিত আলোচনার পর উপস্থিত সকল সদস্যগণ জাত দুইটি অনুমোদনের স্বপক্ষে মতামত ব্যক্ত করেন। তবে সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, 'বিরল' সরিষার নাম শ্রুতিমধুর নয় বিধায় পরিবর্তন করতে হবে। এই ব্যাপারে আলোচনাকালে বিনা এর প্রতিনিধি সভায় ৫টি নাম প্রস্তাব করেন। অগ্রণী, সিলভা, সঞ্চয়, রুপা ও মুক্তা। উপস্থিত সদস্যগণ 'বিরল' নাম রাখা সম্ভব না হলে 'অগ্রণী' নাম নির্বাচনের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ অনুমোদিত সরিষার নাম বিরল অথবা 'অগ্রণী' রাখার জন্য সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-৮ ঃ

ক) বীজ পরীক্ষাগারে জাতের বিশুদ্ধতা পরীক্ষার জাতগত মিশ্রণ পরীক্ষার ব্যাপারে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
খ) গুদামে রক্ষিত বীজের বেলায় লট সাইজ নির্ধারণ সম্পর্কে আলোচনাপূর্বক সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
গ) জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা-১৯৯২ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
ঘ) জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যবিবরণী, অনুমোদিত জাত সমূহের বৈশিষ্ট এবং জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা ১৯৮৯ এর কার্যবিবরণী মুদ্রণ।

উল্লেখিত ব্যাপারে প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত), বীজ অনুমোদন সংস্থা সভায় অবহিত করেন যে, গবেষণাগারে জাতগত মিশ্রণ পরীক্ষার ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট কোন পদ্ধতি না থাকার কারণে জাতগত মিশ্রণ পরীক্ষা কাজে বিশেষ অসুবিধা হয়। তাছাড়া বীজের লট সাইজ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক নির্দিষ্ট না থাকায় নমুনা সংগ্রহেও অসুবিধা হয়। এ ব্যাপারে পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা, সুনির্দিষ্ট ও কার্যকারী পদ্ধতির অভাবে বিএডিসি'র সংগে ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ রয়েছে বলিয়া সভাকে অবহিত করেন। আলোচনায় ডঃ নূর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি অবহিত করেন যে গবেষণাগারে বীজের জাত নির্ধারণ প্রক্রিয়াটা বেশ জটিল এবং তাহা অভিজ্ঞতার উপর

অনেকটা নির্ভরশীল। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর বীজের লট সাইজ নির্ধারণ ও বিশুদ্ধতার ব্যাপারে পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থাকে আহবায়ক এবং সদস্য পরিচালক, বীজ, বিএডিসি অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বারিকে সদস্য করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। কমিটির আহ্বায়ক এ ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন পরবর্তী সভায় দাখিল করবেন বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অতঃপর জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা-১৯৯২ অনুষ্ঠানের ব্যাপারে পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা, সভাকে অবহিত করেন যে, জাতীয় বীজ বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯ ইং সনে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের অর্থানুকূলে জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। প্রতি দু'বছর অন্তর এ ধরনের কর্মশালা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত রয়েছে। তাই আগামী জানুয়ারী/৯২ মাসে পরবর্তী বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হতে পারে। সভায় উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক জানুয়ারী-১৯৯২ মাসে বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা অনুষ্ঠানের ব্যাপারে সুপারিশ করা হয়। অতঃপর পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা এই মর্মে সভাকে অবহিত করেন যে, জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা- ১৯৮৯ এর কার্যবিবরণী, জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ফসলের জাতসমূহের বৈশিষ্ট (২য় সংখ্যা) এবং জাতয়ি বীজ বোর্ডের কার্যবিবরণী (২য় সংখ্যা) বর্তমানে পান্ডুলিপি আকারে প্রস্তুত রয়েছে। এগুলি মুদ্রণ প্রয়োজন। এ ধরনের পূর্ববতী প্রকাশনাগুলো বিএআরসি কর্তৃক মুদ্রিত হয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পর উল্লেখিত প্রকাশনাসমূহ বিএআরসির অর্থানুকূল্যে মুদ্রণের জন্য সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) বীজ পরীক্ষাগারে জাতের বিশুদ্ধতা পরীক্ষায় জাতিগত মিশ্রণ পরীক্ষা এবং গুদামে রক্ষিত বীজের বেলায় লট সাইজ নির্ধারণের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।

খ) কমিটি আগামী কারিগরি কামিটির সভায় এ ব্যাপারে একটি প্রতিবেদন দাখিল করবেন।

কমিটি ঃ

১।	পরিচালক, বীজ অনুমোদন সংস্থা	আহবায়ক
২।	সদস্য পরিচালক (বীজ), বিএডিসি	সদস্য
৩।	অতিরিক্ত পরিচালক (সরেজমিন), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর	সদস্য
৪।	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান, উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিতত্ত্ব বিভাগ, ব্রি	সদস্য
৫।	মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও বিভাগীয় প্রধান উদ্ভিদ প্রজনন বিভাগ, বারী	সদস্য

ক) জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা-১৯৯২ আগামী জানুয়ারী ১৯৯২ মাসে বিএআরসি'র অর্থানুকূল্যে অনুষ্ঠিত হবার সুপারিশ পেশ করা হয়।

খ) জাতীয় বীজ প্রযুক্তি কর্মশালা-১৯৮৯ এর কার্যবিবরণী, জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ফসলের জাত সমূহের বৈশিষ্ট (২য় সংখ্যা) এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের কার্যবিবরণী (২য় সংখ্যা) বিএআরসি কর্তৃক মুদ্রণ করার প্রস্তাব গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয়-৯ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তিষির জাত পি-১৪-২৫, (তিষি-২) (সুফলা, সুকলা, তৃষ্ণা) এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তিষির জাত পি-১৪-২৫ (তিষি-২) এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন জনাব এ জে মিয়া, পরিচালক, বিনা, জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ) বিভাগ, বিএডিসি সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ এবং সভাপতি মহোদয়। জাতটির উপর অন-ফার্ম গবেষণার কোন উপাত্ত পরিবেশন করা হয় নাই বিধায় সভাপতি মহোদয় জাতটির ব্যাপারে অন-ফার্ম গবেষণার উপাত্তসহ কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় দাখিল করার জন্য প্রস্তাব পেশ করেন এবং বিস্তারিত আলোচনার পর উক্ত
প্রস্তাব গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ অনফার্ম গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাত্তসহ তিষির জাত পি-১৪-২৫ (তিষি-২) এর অনুমোদনের বিষয়ে কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়- ১০ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মূলার জাত পিংকি এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মূলার জাত পিংকি এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। যেহেতু জাতটির উপর অন-ফার্ম গবেষণার কোন উপাত্ত দেয়া হয় নাই তাই জাতটির ব্যাপারেও অন-ফার্ম গবেষণার প্রয়োজনীয় উপাত্তসহ কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় অনুমোদনের বিষয়ে পেশ করার জন্য উপস্থিত সদস্যগণ একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ মূলার জাত 'পিংকি' এর অনুমোদনের বিষয়ে অন-ফার্ম গবেষণার উপাত্তসহ কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করার সুপারিশ গৃহীত হয়।

আলোচ্য বিষয়-১১ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পেঁপের জাত পি-০১১ 'গাজীশাহী' এর অনুমোদন।

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পেঁপের জাত পি-০১১ 'গাজীশাহী' এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় অংশ নেন সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ এ,কে,এম, আমজাত হোসেন, বিএআরআই, জনাব এ.জে.মিয়া পরিচালক, বিনা; জনাব এম.এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই এবং সভাপতি মহোদয়। যেহেতু পেঁপের অনুমোদিত আর কোন জাত নেই তাই উপস্থিত সদস্যগণ এ জাতটিকে অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় পেশ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত পেঁপের জাত পি-০১১ (গাজীশাহী) এর অনুমোদনের বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১২ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তরমুজের একটি সংকর জাত এফ-১ পদ্মা এর অনুমোদন।

তরমুজের সংকর জাত এফ-১ পদ্মা এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ এ,কে,এম, আমজাদ হোসেন, পরিচালক, সব্জী গবেষণা, বিএআরআই জানান যে এটি একটি ভাল জাত। কৃষকদের মাঠেও এর গবেষণা করা হয়েছে এবং খুব ভাল ফল দিয়েছে। জাপানের সংকর জাত টপইন্ড এর মত কৃষকরা এর চাষ করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। জনাব মোঃ এনামুল হক, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই জানতে চান যে এই এফ-১ জাত ভাল তবে এ জাতটির প্যারেন্ট লাইন সংরক্ষণ কে করবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ ডঃ এ,কে,এম,আমজাদ হোসেন জানান যে যেহেতু বিএডিসি এর বীজ বর্ধনে আগ্রহী সেখানেই এর প্যারেন্ট লাইন সংরক্ষন করতে হবে। অবশ্য বিএআরআই'র নিকটও লাইন সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা থাকবে। ইচ্ছুক কোন বেসরকারী বীজ কোম্পানীকেও প্রয়োজনে প্যারেন্ট লাইন প্রদান করা যেতে পারে। সদস্যগণ জাতটির অনুমোদনের ব্যাপারে সুপারিশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত তরমুজের একটি সংকর জাত এফ-১ পদ্মা এর অনুমোদনের বিষয়ে জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১৩ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বেগুনের দুটি সংকর জাত এফ-১ 'শুকতারা' এবং এফ-১ তারাপুরি এর অনুমোদন।

বাংলদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বেগুনের দুটি এফ-১ হাইব্রিড শুকতারা এবং তারাপুরি এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। বাংলাদেশে এখন বেগুনের কোন এফ-১ হাইব্রিড জাত নেই তাই বেগুনের এই হাইব্রিড জাত দুটিকে অধিক ফলনের জন্য অনুমোদনের ব্যাপারে সকল সদস্যগণ একমত পোষণ করেন। জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি জানান যে এর বীজ উৎপাদন বিএডিসি করবে তবে এর লাইন সংরক্ষণ করবে বিএআরআই।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত বেগুনের দুটি হাইব্রিড জাত এফ-১ শুকতারা এবং এফ-১ 'তারাপুরি' এর অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করেন।

আলোচ্য বিষয়-১৪ ঃ জাতীয় বীজ বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত সয়াবিনের জাত সোহাগ এর উদ্ভাবনের বিষয়ে সহযোগী দাবীদার জনাব মোঃ আবদুল খালেক, প্রকল্প পরিচালক (তৈল বীজ), বিএআরআই এর আবেদন।

এ ব্যাপারে জনাব এম,এ, খালেক, প্রকল্প পরিচালক (তৈলবীজ), বিএআরআই জানান যে সোহাগ জাত যেহেতু যৌথভাবে বিএইউ এবং বিএআরআই কর্তৃক উদ্ভাবন করা হয়েছে তাই পিবি-১ 'সোহাগ' এর উদ্ভাবনে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৌলিতত্ত্ব বিভাগের সহিত বিএআই এর নাম রাখা হউক। প্রফেসর ডঃ লুৎফর রহমান সোহাগ এর উদ্ভাবনের ব্যাপারে এমসিসির ও জড়িত থাকার কথা বলেন। তিনি বলেন যে, যৌথ দাবীদার হতে হলে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এমসিসি এবং বিএআর আই তিন প্রতিষ্ঠানেরই নাম থাকা দরকার। উপস্থিত সদস্যগণ কর্তৃক সোহাগ এর উদ্ভাবনে একক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবর্তে যৌথভাবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এমসিসি এবং বিএআরআই এর নাম অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

সিদ্ধান্ত ঃ সয়াবিনের জাত পিবি-১ সোহাগ' এর উদ্ভাবনে একক বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামের পরিবর্তে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এমসিসি এবং বিএআরআই নাম যৌথভাবে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হলো।

আলোচ্য বিষয়-১৫ ঃ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত মুগ কলাইর জাত বাসন্তি মুগ এর অনুমোদন।

এ জাতটি অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনায় সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ জনাব আ.কা.শেখ, সিএসও, বিনা জানান যে, এ জাতটির প্রধান বৈশিষ্ট হলো সার্কোস্পোরা লিফ স্পট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পন্ন এবং হলুদ মোজাইক ভাইরাস রোগ সহ্য করা ক্ষমতা সম্পন্ন। তাছাড়া কান্তি মুগ দুই তিন বারে ফসল সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু এ জাতটির একবারেই ফসল সংগ্রহ করা যায়। অতঃপর উপস্থিত সদস্যগণ এ জাতটিকে বাসন্তিমুগের পরিবর্তে 'বিনা মুগ' নামে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ করে।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউ কর্তৃক উদ্ভাবিত মুগ কলাইর জাত বিনা মুগ-১ নামে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১৬ ঃ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টমেটোর নতুন জাত 'অগ্নিবিনা' (এ-২) এর অনুমোদন।

টমেটোর নতুন জাত অগ্নিবিনা (এ-২) এর অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় সংশ্লিষ্ট প্রজননবিদ জনাব আ কা শেখ সিএসও, বিনা এ জাতটির বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। গবেষণামূলক বিভিন্ন তথ্য পরীক্ষা-নিরিক্ষার পর উপস্থিত সদস্যগণ এ জাতটি বিনা টমেটো-১ নামে অনুমোদনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ আণবিক কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত টমেটোর নতুন জাত বিনা টমেটো-১ নামে অনুমোদনের জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ পেশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১৭ ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত নতুন সরিষার জাত ধলি এর অনুমোদন।

সরিষার জাত ধলির অনুমোদনের বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনায় জনাব মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (কঃ গ্রোঃ), বিএডিসি জানান যে বর্তমানে চাষীগণ স্বল্প মেয়াদী জীবনকাল বিশিষ্ট সরিষার বীজ কিনতে চায়। কিন্তু দীর্ঘ মেয়াদী জীবনকাল সম্পন্ন সরিষার বীজ কেউ নিতে চায় না। জনাব নাজমুল হুদা আরও জানান যে, বর্তমানে চারটি হলুদ জাতের সরিষা আছে তাই আরও একটি হলুদ জাত দরকার কি না তা ভেবে দেখা দরকার। প্রফেসর ডঃ লুৎফর রহমান এ জাতটিকে ইতিপূর্বে অনুমোদিত অন্যান্য হলুদ জাতের সাথে আরও তুলনামূলক পরীক্ষা করে কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করার জন্য সুপারিশ করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক উদ্ভাবিত সরিষার জাত ধলি পরবর্তী মৌসুমে অনুমোদিত জাতের সাথে আরো তুলনামূলক পরীক্ষা করে উপাত্ত সহ কারিগরি কমিটির পরবর্তী সভায় পেশ করার জন্য সুপারিশ করা হয়।

আলোচ্য বিষয়-১৮ ঃ কারিগরি কমিটির সদস্য হিসাবে পরিচালক, বিনাকে অন্তর্ভুক্তিকরণ।

সদস্য সচিব, কারিগরি কমিটি সভাকে অবহিত করেন যে, পরিচালক বিনা বিগত ১২-১১-৯১ইং তারিখে এক পত্রের মাধ্যমে কারিগরি কমিটির সদস্যভূক্তির জন্য আবেদন করেছেন। তার আবেদনের প্রেক্ষিতে পরিচালক, বিনার সদস্যভূক্তির বিষয়টি সভায় আলোচনা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে উপস্থিত সদস্যগণ পরিচালক, বিনাকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তির ব্যাপারে একমত পোষণ করেন।

প্রফেসর ডঃ লুৎফুর রহমান, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ থেকে একজন প্রজননবিদকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসাবে অন্ত র্ভূক্তির জন্য বলেন। এ ব্যাপারে আলোচনা শেষে সভাপতি মহোদয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদ থেকে একজন প্রজননবিদকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসাবে রাখা যেতে পারে বলে জানান এবং উপস্থিত সদস্যগণ এতে একমত পোষণ করেন। তবে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কৃষি অনুষদের পক্ষ থেকে একজন প্রজননবিদকে মনোনয়ন প্রদান করতে হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ

ক) পরিচালক, বিনা কে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে অর্ন্তভূক্তির জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের নিকট সুপারিশ করা হলো।

খ) কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের একজন প্রজননবিদকে কারিগরি কমিটির সদস্য হিসেবে অর্ন্তভুক্তির সুপারিশ করা হলো। কৃষি অনুষদ কর্তৃক এ ব্যাপারে একজন প্রজননবিদকে মনোনয়ন দিতে হবে।

আলোচ্য বিষয়-১৯ ঃ পাট, তুলা অনুরূপ ফসলের জাত অনুমোদনের ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য জাতীয় কারিগরি কমিটিতে শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্যদের কারিগরি কমিটির সদস্যভূক্তি প্রসংগে।

এ ব্যাপারে সদস্য-সচিব সভাকে অবহিত করেন যে, বিগত ২৭তম জাতীয় বীজ বোর্ডের সভায় এই মর্মে একটি সিদ্ধান্তি গৃহীত হয়েছিল যে পাট, তুলা অনুরূপ শিল্পের কাচামালের জাত অনুমোদনের ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য জাতীয় কারিগরি কমিটিতে শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্য কারিগরি কমিটির সদস্য হইবেন। এ ব্যাপারে সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর এই মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে উল্লেখিত ফসলসমূহের জাত অনুমোদনের সময় সংশ্লিষ্ট শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিদের কারিগরি কমিটিতে রাখার ব্যবস্থা করা হবে।

সিদ্ধান্ত ঃ পাট, তুলা অনুরূপ ফসরের জাত অনুমোদনের ব্যাপারে সহায়তা করার জন্য জাতীয় বীজ বোর্ডের কারিগরি কমিটিতে শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট সমিতির সদস্যদের অন্তর্ভূক্তির জন্য তুলা উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক মনোনয়ন দিবেন।

অতঃপর আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর-
(ডঃ এম.এস.ইউ চৌধুরী)
সভাপতি
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড
এবং
নির্বাহী সহ-সভাপতি
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা পরিষদ।

স্বাক্ষর-
(মনির উদ্দিন খান)
সদস্য-সচিব
কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এবং
প্রধান বীজ প্রত্যয়ন কর্মকর্তা,
বীজ অনুমোদন সংস্থা।

কারিগরি কমিটি, জাতীয় বীজ বোর্ড এর ২২তম সভায় উপস্থিত সদস্যদের নামের তালিকা ঃ

ক্রমিক নং নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান

১। ডঃ নুর মোহাম্মদ মিয়া, মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ব্রি, গাজীপুর
২। মোঃ নাজমুল হুদা, ব্যবস্থাপক, বীজ উৎপাদন (চুক্তিবদ্ধ চাষী) বিভাগ, বিএডিসি
৩। ডঃ এ.জে.মিয়া, পরিচালক, বিনা
৪। এ.এফ.এম.মনিরুজ্জামান, পরিচালক (গঃ), বারি
৫। এম.এনামুল হক, অতিঃপরিচালক ডিএই (সরেজমিন উইং)
৬। মোঃ হাবিবুর রহমান, প্রকল্প পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) তৈল বীজ গবেষনা কেন্দ্র
৭। আব্দুল মুত্তালিব, পি এস ও, বিজেআরআই
৮। আতাউর রহমান, পি এস ও বিআইএনএ বিনা
৯। ডঃ লুৎফর রহমান, প্রফেসর, বাকৃবি